বিশ্বব্যাংক

তথ্য বিবরণী

বাংলাদেশে দরিদ্রদের জন্য কার্যকরভাবে সম্পদসমূহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

বাংলাদেশ সরকারের নীতিসংক্রান্ত উদ্দেশ্যসমূহের একটি হচ্ছে দরিদ্রদের জন্য আরো বেশি এবং আরো ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্পদ বরাদ্দ করা। দারিদ্র বিমোচন কৌশলের আওতায় এবং সরকারের জুলাই ২০০৩-জুন ২০১০ কৌশলগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (এসআইপি) অনুসারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশে যেসব এলাকায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যার (এইচএনপি) প্রয়োজনসমূহ সবচেয়ে বেশি, সেসব এলাকার জন্য বাজেট বরাদ্দ করবে। সাম্প্রতিককালে, বিশ্বব্যাংকের ***" বাংলাদেশে দরিদ্রদের জন্য সম্পদসমূহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ: দিকনির্দেশনা ও পদ্ধতিসমূহের উন্নয়ন"*** শীর্ষক একটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। এটিতে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি ও এনজিও খাতের কয়েকটি কর্মসূচির পর্যালোচনা করা হয়েছে, যাতে করে দরিদ্রদেরকে সনাক্তকরণ ও তাদের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের সবলতা ও দুর্বলতাগুলি বুঝতে পারা যায় এবং একটি নতুন ও অধিকতর বাস্তবসম্মত কৌশল প্রবর্তন করা যায়। এরই ভিত্তিতে গড়া নতুন কৌশলটি যাহা 'প্রক্সি-মীন্স টেস্ট ফর্মুলা' হিসেবে পরিচিত, বর্তমান লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রয়াসের সম্পূরক হবে।

জেলা ও উপজেলাগুলিতে স্বাস্থ্য সেবার জন্য সরকারের বর্তমান বাজেট বরাদ্দ কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত হয়। সম্পদ প্রধানত বরাদ্দ করা হয় জনস্বাস্থ্য সুযোগসুবিধাগুলির সামর্থ্য অনুসারে এবং ঐতিহাসিক মানদন্ড অনুসারে, এলাকাসমূহের প্রকৃত স্বাস্থ্য প্রয়োজনীয়তা কিংবা দারিদ্র্যের মাত্রা অনুসারে (যেমনটি জেলা ***'মানবিক দারিদ্র্য সূচক'*** কিংবা ***'মানবিক উন্নয়ন সূচক'*** দ্বারা নিরূপিত হয়েছে) নয়। জেলাগুলিতে সম্পদ বরাদ্দের এই অসম ও এলোপাতাড়ি রীতি নিচের নকশাটিতে চিত্রিত করা হয়েছে এবং এতে ভৌগোলিক অবিচারকে প্রতিফলিত করা হয়েছে (দরিদ্র জেলাগুলি ধনী জেলাগুলি থেকে কম অনুদান পেয়ে থাকে।)

বাংলাদেশে জেলাগুলির দারিদ্র্যের বিরাজমান অবস্থায় স্বাস্থ্যখাতে বর্তমান মাথাপিছু বরাদ্দসমূহ, ২০০১-০২ (টাকায়)

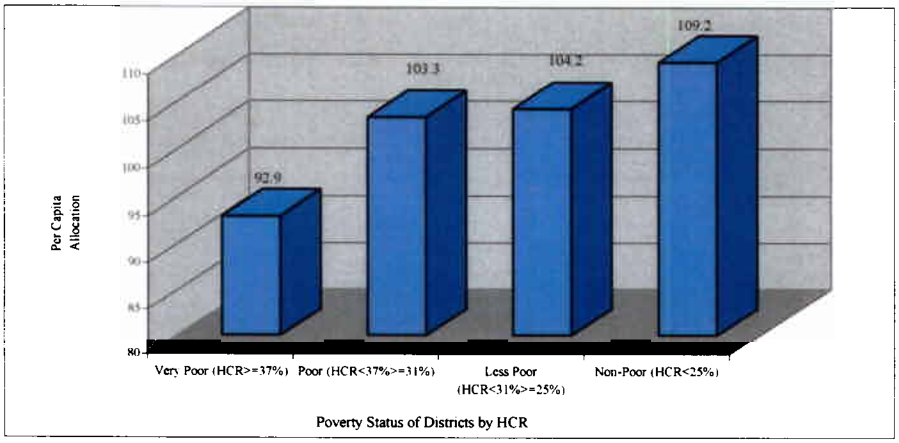

এইচসিআর: হেড কাউন্ট রেশিও

এইভাবে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ খরচ কার্যকর লক্ষমাত্রা নির্ধারণের জন্য দরিদ্র ও দরিদ্র নয়, উভয় ধরনের পরিবারগুলিকে সঠিকভাবে শনাক্ত করার প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা (এইচএনপি) খাতের প্রধান

চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি বা কৌশল সনাক্ত করা যেটি দরিদ্র পরিবারগুলিকে সঠিকভাবে এবং উৎপাদন ব্যয় হিসাবে কার্যকরিতার সঙ্গে শনাক্ত করবে। পর্যবেক্ষণটির লক্ষ্য ছিল এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যেটি সরকারি এবং এনজিও উভয় খাত দ্বারাই দরিদ্রদেরকে এবং সবচাইতে অরক্ষিতদেরকে কার্যকরভাবে শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। যখন মাথাপিছু পারিবারিক আয় দরিদ্র পরিবারগুলিকে শনাক্ত করার জন্য কল্যাণ নির্দেশক হিসেবে কাজে লাগতে পারে, তখন পর্যবেক্ষণগুলি দেখাচ্ছে যে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি দেশের জন্য এধরনের পারিবারিক আয় ও ব্যয়ের পরিমাপন করতে অনেক সময় লাগে এবং তা ব্যয়বহুল। তবে *প্রক্সি মীন্স টেস্ট(পিএমটি)* হিসেবে পরিচিত একটি বিকল্প ফর্মুলা কাজে লাগানো যেতে পারে।

পিএমটি ফর্মুলা সহজে শনাক্তকরণযোগ্য পারিবারিক বৈশিষ্ট্যসমূহের, যেমন, গৃহায়নের অবস্থান ও মান, সামগ্রীসমূহের মালিকানা, পরিবারের জনসংখ্যা ও কাঠামো, সদস্যদের শিক্ষা ও পেশা ইত্যাদির ভিত্তিতে পরিবারগুলোর জন্য একটি স্কোর তৈরি করে। নিম্নে বনিত একটি সংক্ষিপ্ত স্কোর সনাক্ত-করনের মাধ্যমে পরিবারের জনসংখ্যা ওকাঠামোবিন্যস্ত করা যায়:

- দরিদ্র, যারা ভর্তুকি পাওয়ার যোগ্য; এবং
- দরিদ্র নয় এমন -- যারা ভর্তুকি পাওয়ার যোগ্য নয়।

পিএমটি ফর্মুলা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে সফল হয়েছে। বাংলাদেশে পিএমটি মডেলের মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, দরিদ্র পরিবারগুলিকে ৯৪% নির্ভুলতার সহিত সনাক্ত করা যায়। তাই, পর্যবেক্ষণের ফলাফল থেকে জানা যায়, দরিদ্র পরিবারগুলোকে বাস্তবসম্মতভাবে এবং খুব বেশি প্রশাসনিক ব্যয় ছাড়া শনাক্তকরণের জন্য বাংলাদেশের বাছাই করা এলাকাগুলোতে পিএমটি মডেল চালু করা যায়। সবাই বলেন, পিএমটি মডেলের সাফল্য বেশিভাবে নির্ভর করে নিবিড় মনিটরিং ও জবাবদিহিতার ওপর এবং সুদৃঢ় স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটির অংশগ্রহণের ওপর। বাংলাদেশের সরকার তার উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায়, এখন এই মডেলের এবং অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ স্কীমসমূহের বাস্তবায়ন সহ এইচএনপি খাতের জন্য একটি দরিদ্র-বান্ধব কৌশলের কার্যকর ও স্বচ্ছ বাস্তবায়নের জন্য যথার্থ প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনগুলো সম্পন্ন করার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে।

যোগাযোগ:
রেহনুমা আমিন (৮৮০২) ৮১৫৯০০১/৪১৩৬
ই-মেইল:ramin1@worldbank.org

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে **www.worldbank.org** দেখুন।